উপসংহার

"The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I asleep."[1]
('Stopping by Woods on a Snowy Evening',—Robert Frost)

আমাদের এই গবেষণা সন্দর্ভও প্রীতিকর, বন্ধুর এবং সুগভীর। কিন্তু মনে প্রাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে গেছি নিরলস পরিশ্রম করে। এবং এক পা দুই পা করে করে কত শত মাইল হাঁটতে হয়েছে গবেষণা সন্দর্ভ শেষ হওয়া পর্যন্ত। এভাবে পথ হেঁটে গবেষণায় যা আবিষ্কার করলাম তার কিছু কথা এখানে বলার চেষ্টা করব আমরা। কারণ সাহিত্য তো সমাজ বিজ্ঞান। আর সমাজ বিজ্ঞানের মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত বা উপসংহার নেই। আছে কেবল ক্রমবিবর্তন, ক্রমপরিবর্তন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পথ দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিভঙ্গি স্বর সুর ইত্যাদির আবিষ্কার — নতুন সময়ের দাবিতে, প্রয়োজনে, চাহিদায়, মাপকাঠিতে। তবুও একটা জায়গায় আপাতত সমাপ্তি টানতে হয়। এই আপাতত সমাপ্তি পর্যন্ত আমরা যা আবিষ্কার করলাম তা উপসংহারে তুলে ধরার চেষ্টা করব এখানে।

বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক ও সাহিত্যিক পরিচয় পাই প্রথম অধ্যায়ে। নিজস্ব পরিচয়, আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব নিয়ে কিভাবে বেঁচে আছে এ অঞ্চল — বিভিন্ন বিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারা ধরে কালের যাত্রায়। তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। গবেষক, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের সূত্রে এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ দলিলের দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত হয় এ অঞ্চলের ইতিহাস সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যশীল ও পরম্পরাগত। তবে অতি প্রাচীন কালের যথেষ্ট তথ্য নেই। আর যা আছে তা বেশির ভাগ বিতর্কিত এবং অনুমান নির্ভর। তারপর মধ্যযুগের থেকে ক্রমে যেসব শেকড়, পটভূমি ও উত্তরাধিকার আলোকিত হতে লাগল ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক তথ্যাদি আবিষ্কারের দ্বারা তা সম্পূর্ণ শ্রীহট্টীয় ও বঙ্গীয়। তাই প্রায় সকল চিন্তাবিদ এক বাক্যে মানেন যে এ অঞ্চলের পূর্বপুরুষ বৃহৎ বঙ্গই। কারণ এখানকার জীবনচর্চা, চর্যা, ধারণ, লালন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং ভৌগোলিক রাজনৈতিক ভাঙাগড়া, উত্থানপতনের ধারা বৃহৎ বঙ্গের সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত। মধ্যযুগের রাষ্ট্রপরিচালনা তা বারবার প্রমাণিত করেছে। কিন্তু আধুনিক কালে যুক্তিবাদী বিভিন্ন চিন্তাবিদের প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলের পরিচয়, ইতিহাস ইত্যাদি যথেষ্ট আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়েছে। নতুন সময়ের আলোতে উজিয়ে গিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের পাতায়, বাঁকে। আর এই আবিষ্কারের দ্বারা এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক পরিচয় আরও স্পষ্ট হচ্ছে। 'বরাক উপত্যকা' নামকরণ যখন হয়েছে তখন থেকেই এ অঞ্চলের ইতিহাস আবিষ্কারের জন্য চিন্তাবিদগণ আরও তৎপর হয়ে ওঠলেন। এর আগে পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শরীরে মিলে মিশে ছিল এ অঞ্চলের অতীত। যদিও অনেক আগে সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, তারপর অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। এই অধ্যবসায় সমানে চলছে। একটা ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের সামগ্রিক একটা পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এখানে আমরা।

বরাক উপত্যকার পরিচয় পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আবিষ্কার করলাম এ অঞ্চলের কবিতা আর লিটল ম্যাগাজিনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস। এ অঞ্চলের কবিতা শুরু থেকেই লিটল ম্যাগাজিন নির্ভর। এতে দ্বিমত নেই। এ অঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্র 'শিলচর' (১৮৮১)। তারপর 'নবযুগ' (১৯১০), 'সাপ্তাহিক সুরমা' (১৯১১), 'শ্রীভূমি'

(১৯১৫), 'ভবিষ্যত' (১৯২৬) 'কিশোর' (১৯৫১), 'আলো' (১৯৫১), 'কিশলয়' (১৯৫১) ইত্যাদি পত্রপত্রিকাতে তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষিত কবিতার কবিরা নিজের কবিতারাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'স্বপ্নিল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এ অঞ্চলের কবিতায় একটা বাঁক বদল হয়ে যায়। এবং তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'অতন্দ্র' পত্রিকায়। তারপর 'লুব্দক' (১৯৬৬), 'শতাব্দী' (১৯৬৬), 'সাহিত্য' (১৯৬৭), 'উদর্ক' (১৯৬৯), 'ইত্যাদি' (১৯৭৯) 'অক্ষরবৃত্ত' (১৯৯১), 'লালনমঞ্চ (১৯৯৪), ইত্যাদি ছোট পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই এ অঞ্চলের কবিতা আধুনিকতাকে সামগ্রিকভাবে বিকাশ বিস্তার করেছে বিভিন্ন মাত্রায়। প্রায় ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক বৃহৎ বাঁক বিভিন্ন রকম বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করল পত্রপত্রিকা। আর কবিতাকে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ অঞ্চলের কবিতাকে এক বিশেষ পরিসর দিয়েছে এইসব লিটল ম্যাগাজিন।

একুশ শতকে এসে আবার দেখি পূর্ববর্তী অনেক লিটল ম্যাগাজিনের পাশাপাশি 'উজ্জ্বল পান্ডুলিপি' (২০০৬), 'মানবী' (২০০৭) ইত্যাদি বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন কবিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কালের যাত্রায়। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করার মত যে, এই সব লিটল ম্যাগাজিনে নারীচেতনা ও নারীপরিসর ক্রমে আরও বিস্তৃত হতে শুরু করল নতুনত্ব নিয়ে বিভিন্ন কৌণিকতা ও বহুমাত্রিকতাসহ। এ ছাড়া যুগযন্ত্রণা ও যন্ত্রযন্ত্রণার সঙ্গে এক বিশেষ কূটাভাস দেখা যায়। এবং লিটল ম্যাগাজিনের ধারাবাহিকতায় নতুন সময়ের চাহিদায় অনেক বাঁক, বিভিন্ন প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠেছে নিজস্ব পরিসরে। আর তার সঙ্গে এ অঞ্চলের কবিতায় দেখা গেছে নতুন প্রকরণ, বিষয়বস্তুর টানাপোড়েন ও বহুমুখিতা। আমাদের নিবিড় পাঠে তা দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আবিষ্কার করলাম এ অঞ্চলের কবিতায় আধুনিকতার প্রথম পর্বের কবিতার বাঁক, প্রবণতা, প্রকরণ, বিষয়বস্তু, সময় ইত্যাদির সামগ্রিক একটা রূপরেখা। যেখানে প্রথমে পেলাম ঐ সমসাময়িক কবিতায় যেমন বহুমাত্রিকতা ও বহুস্বরিকতা একদিকে আর অন্যদিকে গৃহমুখী স্ববিরোধিতা। ঐ সময়ের প্রায় সকল কবিতাই সহজ সরল প্রাকৃতিক রোমান্টিক ভাবাদর্শে পরম্পরাগত স্রোতে বয়েছিল। বাঁধ ভেঙে নতুনকে অর্থাৎ যুগযন্ত্রণাকে, সময়ের চাহিদাকে গ্রহণ করার মত মনোভাব ছিল না ঐ সময়ের কবিদের। তাঁদের চিন্তাবিশ্বকে সময়ের দাবি সেভাবে ভাবাতে পারেনি। তবুও তাদের দর্শনমত তারা সময়কে বাঁক প্রবণতা বাস্তবতাসহ অনেকটা তুলে ধরেছেন। অবস্থান বিশেষে তাঁরা যথেষ্ট আধুনিক ভাবতেন নিজেকে। তাই জোর করে কবিতাকে আর ভেঙে গড়ে নতুন প্রকরণ নির্মাণ করতে না গিয়ে ঐতিহ্যের পথ ধরলেন। যদিও তাদের কোনও ঐতিহ্য ছিল না সে রকমভাবে। এইখানে তাঁরা সবচেয়ে বেশি সফল সার্থক।

আরও একটা জিনিস এই সময়ের কবিরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কবিতা আন্দোলন করেন নি। তা না হলে এই সব কবির কবিতার ধারণশক্তি আরও বেশি হত। এবং প্রকরণ, বিষয়বস্তু ইত্যাদি অনেক বেশি করে নতুনত্ব অর্জন করতে পারত। তবুও ক্ষেত্রে বিশেষে তাঁরা অনেকটা নতুনত্ব আয়ত্ব করেছিলেন। তাদের কবিজীবনের অঞ্চল ছিল স্থানান্তরিত (এক প্রকার যাযাবর) এই সুবৃহৎ অবস্থান থেকে তাঁরা কবিতার মধ্যে যে কয়টি ক্ষেত্র চাষ করলেন তা হল প্রকৃতি, প্রেম, সহজ সরল বিষয়, সহজ সরল ভাষা, অজটিলতা এবং সবচেয়ে বেশি রোমান্টিক বোধ। এর বাইরে তাঁরা যেতে চান নি। সেই সময়ের কবিতা যে রকমই হোক না কেন পরবর্তী কবিতার পূর্বসূরি ও পূর্বপুরুষ কিন্তু। এবং এই সব কবিতার কবিরা পরবর্তী কবিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ অঞ্চলের কবিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানে তাঁরা অন্যরকম সার্থকতা ও সফলতা অর্জন করলেন।

কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের কবিতা হল এ অঞ্চলের আধুনিকতার বিকাশ পর্বের কবিতা। প্রথমে আধুনিকতা তারপর একে একে বিশ্বের বিভিন্ন তত্ত্বের সচেতন প্রয়োগ, বিস্তার, বিকাশসহ নতুনত্ব অর্জন করেছে এই সময়ের কবিতা। এখানে আমরা আবিষ্কার করলাম নতুন সময়ের চাহিদায় দাবিতে কবিতা কিভাবে পাল্টেছে, বাঁক বদলেছে। সময়ের বহুবাচনিকতাকে নতুন শৈলীতে প্রকাশ করেছে সংকেতের মাধ্যমে নতুন প্রকরণে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে। আধুনিকতার

জ্যোতিতে কবিতায় এসেছে নতুন দ্যোতনা। তাই প্রথমে ষাটের দশকে দেখি গোষ্ঠীবদ্ধ কবিতা আন্দোলন। আবার এই গোষ্ঠী ভেঙে গিয়ে বারবার নতুন গোষ্ঠী নির্মাণ হয়েছে তার সঙ্গে কবিতাও বাঁক ও প্রবণতা বদলেছে। এই জিনিসটা প্রায় নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। যদিও কবিতাকে দশক অনুযায়ী বিচার করা উচিত হয় না। তবু এক একটা দশকের কবিতায় কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন—

ষাটের দশক — এ অঞ্চলের কবিতায় প্রথম আধুনিকতার বিকাশ শুরু হয় এই দশকে। কয়টি শক্তিশালী লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে আধুনিক কবিতা আন্দোলনের সূচনা বিষয়ে, প্রকরণে, মেজাজে, নতুনত্বে, অভিনবত্বে। এই সময়ে অনেক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এবং এই দশকেই কবিতা এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছিল প্রথম। যা পরবর্তী দশকের কবিতার ক্ষেত্রকে চাষ করে উর্বরতা যোগান দিয়েছিল যথেষ্ট।

সত্তরের দশক — এই দশকের কবিতায় কবিরা আরও জোর করে সামাজিক অবক্ষয়কে তুলে ধরলেন প্রতিবাদী সুরে। যদিও রূপকের আশ্রয় ও সংকেতধর্মীতা অনেকাংশে পরিত্যাগ করে সরাসরী বয়ানকেই প্রকাশ করলেন বিবৃতিধর্মী শৈলীতে। সে জন্য কবিতা ও কাব্যের পরিসরও বৃদ্ধি পেয়েছে এই দশকে।

আশির দশক — এই দশকে কবিতা পূর্ববর্তী দশক থেকে খুব একটা বদলায় নি। তবে সত্তর দশকের প্রতিবাদী মেজাজকে আরও বেশি সোচ্চার করে তুলেছেন। কবিতার সাংকেতিক ব্যঞ্জনা ও নন্দনতত্ত্ব আরও উপেক্ষিত হল কবিতায়। কিন্তু একটা জিনিস এই দশকে নতুন করে আনেক কবি উঠে এলেন। আর তাঁরা কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। এই দশকে কবিতা আরও বিস্তারিত হল অনেক নতুন অঞ্চলে। ভিন্নভাষী কবির মধ্যে আত্মীয়তাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মেলবন্ধন ইত্যাদির সূত্রে কবিতা আরও সমৃদ্ধি অর্জন করল। যেখানে ১৯মে নতুন করে চেতনা জাগাল আবার। তাই কবিতায় ভাষা-সংস্কৃতির মর্যাদাবোধ, আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট ঐক্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নব্বইয়ের দশক — এই দশকে কবিতার ভাষায় নতুন করে প্রকরণ শৈলী সাংকেতিক দ্যোতনা অর্জন করল। পূর্ববর্তী দুই দশকের কবিতার 'বক্তব্যশৈলী'-কে নতুন কবিদের সঙ্গে পূর্বের কবিরা পরিত্যাগ করে নান্দনিক সুরকে গ্রহণ করলেন। এই দশকে অনেক উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবে কবিরা অনেক প্রতিশ্রুতিবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আর কবিতায় যুগযন্ত্রণাকে বিশেষ শৈলীতে প্রকাশ করলেন। কবিতায় শব্দ নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনা ষাটের দশকের একটা বৈশিষ্ট্য। তা এই দশকে আবার নতুন করে কবিতায় প্রয়োগ করা হল বিচিত্র বিষয়বস্তুসহ। যৌথস্বর থেকে একক স্বর ততটা স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা অর্জন করতে পারেনি। ষাটের দশকের কবিতায় তুমুল গতি ছিল। কিন্তু পরবর্তী দশকে তা ক্রমে শিথিল হয়ে যায়।

উপরের সমস্ত বয়ানের পরও নির্দ্বিধায় বলা যায় এই সময়ের বাংলা কবিতায় মানুষের বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ অনুভব সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। এই চার দশকের কবিতায় শেকড়ে জল দেওয়ার বিশেষ সচেতন প্রবণতা আছে। এবং কবিতাকে নিয়ে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। আর মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে চর্চা চাষ করে নতুন জীবন, উন্নত জীবনকে আবিষ্কার করাই তার মূল কথা ও উদ্দেশ্য।

একুশ শতকের প্রায় পনেরো বছরের থেকে কিছু নির্বাচিত কবিতা বিশ্লেষণে আমরা অনেক নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম পঞ্চম অধ্যায়ে। প্রথমেই বলতে হয় এ অঞ্চলের এই শতকের পূর্ববর্তী কবিতায় কবিরা কী একটা শূন্যতাবোধ ও অভাবোধ অনুভব করেছিলেন! তা আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু এই শতকের কবিতায় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠল। তা হল সন্দেহ, ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার স্ববিরোধিতা ও দ্বান্দ্বিকতা। অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা এই সময়ের কবিতার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা। যা এ অঞ্চলের পূর্ববর্তী কবিতায় অস্পষ্ট ছিল। সে জন্যই এই শতকের প্রথম দশকের কবিতা সেভাবে দাঁড়াতে পারে নি। যার জন্য অনেক সমালোচক প্রথম দশককে 'শূন্য দশক' বলে বিচার করে থাকেন। হয়ত বা সে জন্যই কবি ও কবিতা স্ববিরোধিতায় নিজেকে নতুনভাবে সাম্প্রতিক ও সমসাময়িক করে তুলতে পারলেন

না। তার আরও একটা কারণ এই দশকের কবিতা নতুন কোনও গতি অর্জন করতে পারেনি বরং গতি হারিয়েছে আরও।

সময়ের এই প্রবণতায় যন্ত্রের যন্ত্রণা আর যুগের যন্ত্রণা মিশে আরও জটিল হয়ে ওঠল সময়চেতনা। তবুও এই সময়ের কবিতায় আমরা আবিষ্কার করলাম আধুনিকোত্তর সময়বোধ। অস্তিত্ব সংকটের কথা আরও সুগভীরভাবে উপস্থিত হল কবিতায়। যেখানে ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংস্কৃতিকে নতুন করে পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট এখানকার কবিতা। আরও একটা বিশেষ দিক পেলাম নারীচেতনার নতুন রূপ। পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল ভেঙে নারীকে ভাগ্য জয় করার সঙ্গে সঙ্গে অবক্ষয়ী আধুনিকতা থেকে রক্ষা করার এক বিশেষ প্রবণতা। এই দেড় দশকের কবিতায় প্রাকৃতায়ন থেকে বিশ্বায়নের নতুন অনুভব আছে এই সব বৈশিষ্ট্যের টানাপোড়েনে। এবং কবিতা ক্রমে আবার নবচেতনায় সোচ্চার হয়ে ওঠল। কবিতার অন্তর্বয়ন অর্জন করল সুদূর প্রসারী অর্থময় দ্যোতনা। যা ব্যঞ্জনা ও রূপকের আশ্রয়ে কবিতায় ফুটে ওঠে নিজস্ব পরিসরে। সময়ের দাবিতে করিরা নিজের বিরোধী ও বিপরীত হয়েও নিজের স্বভাব জোর করে বদলে নিয়ে কবিতাকে সময়োপযোগী করে তুললেন। এখানেই তাঁরা সবচেয়ে বেশি সফল ও সার্থক।

আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে লিটল ম্যাগাজিন হয়ে একুশ শতকের দেড় দশক পর্যন্ত নির্বাচিত কবিতার বিশ্লেষণে ও নিবিড় পাঠে একটা ধারাবাহিক সময়চেতনাকে পেলাম নিজস্ব সময়, অবস্থান, পারিপার্শ্বিকতা, প্রবণতায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাঁকে বিভিন্ন ধারায় কবিতা এগিয়ে গেছে নতুন প্রকরণ শৈলী, বিষয়বস্তু, স্বরে, সুরে নিজস্ব পথকে বিনির্মাণ করে। এভাবে এ অঞ্চলের কবিতা নিজস্ব পরিচয় আয়ত্ব করেছে। এবং তা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে এখানকার কবিতায় — শব্দ থেকে নৈঃশব্দ্যে, সত্তা থেকে অপরতায়, চিহ্ন থেকে চিহ্নায়ণে, নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে, আকরণ থেকে আকরনোত্তরে, আধুনিকতা থেকে আধুনিকোত্তরে, রূপক থেকে ব্যঞ্জনায়, বাচন থেকে বহুবাচনে, অর্থ থেকে অনেকার্থদ্যোতনায়, মাত্রা থেকে বহুমাত্রায়, পর্ব থেকে পর্বান্তরে, বর্তমান থেকে উত্তরণে ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন বাঁকে ও ধারায় এ অঞ্চলের কবিতা হয়ে ওঠল এক অখন্ড পৃথিবী। আর আমরা এই ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করেই বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে একুশ শতকের দেড় দশক সময় পর্যন্ত নির্বাচিত কবিতা বিশ্লেষণে এ অঞ্চলের কবিতার একটা কালজ্ঞান আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। বিশ্বায়নের এই যুগে বরাক উপত্যকা আজ আর প্রত্যন্ত অঞ্চল নয়। নিজস্ব শিল্পসাহিত্যে বিশ্ববীক্ষা অর্জন করে এ অঞ্চল প্রতিটি মুহূর্তে আজ আন্তর্জাতিক।

1. Baym, Nina & B. Holland, Laurence (Ed) –'The Norton Anthology of American Literature', Valume-D, (Sixth Ed), W.W. Norton & Company, New York, 2003, Page No. 1191.